"উন্নয়নের অভিযাত্রা ঃ রোড শো-টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া" এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গভর্নর মহোদয়ের বক্তব্য

তারিখ ঃ ২৬/০৩/২০১০
সময় ঃ সকাল ১০:৩০
স্থান ঃ টেকনাফ ।

মাননীয় সভাপতি, বিশেষ অতিথি, স্থানীয় সংসদ সদস্য, lead Bank, AB Bank এর চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, SME Foundation এর মাননীয় চেয়ারম্যান, বাংলাদেশের সকল ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীবৃন্দ, CDI এর নির্বাহী পরিচালক, অন্যান্য এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ, গণমাধ্যমের সম্মানীয় সদস্যবৃন্দ এবং স্থানীয় সাবেক সংসদ সদস্য, স্থানীয় উপজেলা চেয়ারম্যান এবং সম্মানীয় সুধী,

আজ ২৬ মার্চ । বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা দিবস । ১৯৭১ সালের রক্তস্নাত এই দিনে পরাধীনতার শিকল ভেঙ্গে বিশ্বের বুকে জন্ম নেয় একটি নতুন দেশ-বাংলাদেশ । রক্তের দামে কেনা একটি দেশ-বাংলাদেশ । ত্রিশ লক্ষ মানুষের আত্মত্যাগের বিনিময়ে উদিত একটি লাল সূর্য-বাংলাদেশ । সাড়ে সাত কোটি মানুষের ঐক্যবদ্ধ শ্লোগানের সিঁড়ি বেয়ে ওঠে আসা-বাংলাদেশ । জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের দেশ-বাংলাদেশ । ঐতিহাসিক স্বাধীনতা দিবসের এ মাহেন্দ্রক্ষণে **"উন্নয়নের অভিযাত্রা ঃ রোড শো-টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া"** এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে আমি আনন্দিত ।

২. অমিত সম্ভাবনার দেশ আমাদের বাংলাদেশ । আমাদের আছে অত্যন্ত উর্বর ভূমি, আছে কর্মক্ষম বিপুল জনগোষ্ঠী । কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি স্বাধীনতা অর্জনের তিন যুগ পরেও আমরা কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করতে সফল হইনি । তাই কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথে আপামর জনসাধারণকে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কৃষি ঋণ, এসএমই ঋণ, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ ও ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স বিষয়ক ব্যতিক্রমী এ রোড শো এর আয়োজন করা হয়েছে ।

৩. অর্থনৈতিক শিক্ষা (Financial literacy or financial education) এর একটি অংশ হচ্ছে আজকের **এ রোড শো কর্মসূচি** । আর অর্থনৈতিক শিক্ষা হচ্ছে আর্থিক বাজারের বিভিন্ন পণ্য পছন্দ করার ক্ষেত্রে সেগুলোর ইতিবাচক দিক ও ঝুঁকি সম্পর্কে সাধারণ জনগণকে সম্যক ধারণা প্রদান করা । অর্থনৈতিক শিক্ষা সাধারণ মানুষকে কর্মক্ষম করে এবং বাজার ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতা ও তথ্যের অসামঞ্জস্যতা হতে উদ্ভূত ঝুঁকি থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করে । ভারত, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী দেশগুলোতে জনসাধারণকে ব্যাংকিং তথা আর্থিক বাজারের বিভিন্ন পণ্য সম্পর্কে ধারণা প্রদানের জন্যে অর্থনৈতিক শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে ।

৪. এ ধরনের রোড শো বাংলাদেশে এটিই প্রথম । এ ঐতিহাসিক রোড শো'র আয়োজক, সহযোগী, টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে যারা এ রোড শো'র সফলতার লক্ষ্যে কাজ করেছেন বা করছেন এবং আজকের এ সুন্দর সমাবেশে আপনারা যারা কষ্ট করে উপস্থিত হয়েছেন তাঁদের সবাইকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি । টেকনাফ ও কক্সবাজারের স্থানীয় জনগণ, জনপ্রতিনিধি এবং সরকারি-বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ রোড শো'র সফলতার জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন আমি তাঁদের সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি । আজকের এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে লীড ব্যাংকের দায়িত্ব পালনকারী এবি ব্যাংক কর্তৃপক্ষকেও এ সুন্দর আয়োজনের জন্যে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ।

৫. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি খাতের গুরুত্ব অপরিসীম । আমাদের অর্থনীতিতে এ খাতের অবদান বর্তমানে মোট দেশজ উৎপাদনের প্রায় ২২ শতাংশ । আমাদের শ্রমশক্তির ৪৮ শতাংশ কৃষি খাতে নিয়োজিত । দেশের জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উপায় হচ্ছে কৃষি খাতের উন্নয়ন । সাম্প্রতিক বিশ্ব আর্থিক সংকটের প্রেক্ষাপটে কৃষি খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি করে কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থানমূলক কর্মকান্ড সম্প্রসারণের বিষয়টি বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশসমূহের অন্যতম অর্থনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়েছে । এজন্যে অগ্রাধিকার বিবেচনায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক চলতি অর্থবছরে ১২ হাজার কোটি টাকা (বর্গাচাষীদের জন্যে পৃথকভাবে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দসহ) ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে । ইতোমধ্যে কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার ৬০ শতাংশ অর্জিত হয়েছে ।

৬. প্রকৃত কৃষকগণকে যথাযথ স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় এবং হয়রানিমুক্তভাবে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থাকরণ, নির্দিষ্ট ফসলের জন্যে রেয়াতী সুদে (২%) ঋণ প্রদান ইত্যাদি পদক্ষেপ আমরা ইতোমধ্যে গ্রহণ করেছি । উন্নয়ন কর্মকান্ডে কৃষকের যথাযথ অবদান রাখার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সর্বোত্তম ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিতকরণ বিশেষ করে কৃষি কর্মকান্ডে সরকারি সহায়তার অংশ হিসেবে সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন ভর্তুকি ব্যাংকের মাধ্যমে সহজে প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে নগদ মাত্র ১০/= টাকা জমা গ্রহণপূর্বক কৃষকের ব্যাংক হিসাব

চলমান পাতা...../০২

হিসাব খোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কক্সবাজারে ৫৬,০০০ কৃষকের মধ্যে ৩০,০০০ কৃষকের একাউন্ট ইতোমধ্যে খোলা হয়েছে। আমি আশা করি, এ রোড শো এর মাধ্যমে কৃষি ঋণের ব্যাপারে ব্যাংকগুলো সূচিত বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

৭. আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতিতে কৃষির পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা এ দু'টি খাতই শ্রমঘন এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ব্যাপক অবদান রাখতে সক্ষম। ফলে, সাম্য সহায়ক প্রবৃদ্ধি (inclusive growth) নিশ্চিতকরণের প্রয়াসে এ দু'টি খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এসএমই খাতের অর্থায়নে আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোসহ এশিয়ার সমৃদ্ধ দেশগুলোও ব্যাপক গুরুত্বারোপ করছে। ফলে, এসএমই খাতের গুরুত্ব বিবেচনায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এ খাতের উন্নয়নে প্রথমবারের মতো একটি বিস্তৃত নীতিমালা ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে যা গতকালই আমরা সকল ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীদের কাছে তুলে ধরেছি। তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন ও অঙ্গীকারের জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। এ নীতিমালায় অন্যান্য বিষয়ের সাথে অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন খাতের উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এই কক্সবাজার ও টেকনাফের কথা। শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বের অনেক স্থানের চেয়ে আমাদের কক্সবাজার ও টেকনাফ সমুদ্র সৈকত অনেক অনেক বেশি সুন্দর ও পর্যটন সম্ভাবনা সম্পন্ন। পৃথিবীর এ দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকতকে ঘিরে আরো অনেক পর্যটন শিল্প গড়ে উঠতে পারে। এখানে কেবল কক্সবাজার পয়েন্টে পর্যটন শিল্পকে কেন্দ্রীভূত না রেখে আমরা টেকনাফ পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে পারি। বিদেশী পর্যটকদের জন্যে আরো সুযোগ সৃষ্টি করতে পারি, নিরাপদ করতে পারি। সৈকতে অনেক বিনোদনমূলক শিল্প স্থাপন করা যায়। মেরিন ড্রাইভ এর কাজ এগিয়ে চলেছে। আশা করছি এর দু'পাশে নারকেলবিথি গড়ে উঠবে। তখন নান্দনিক সৌন্দর্যমন্ডিত এই মেরিন ড্রাইভ এ এলাকার পর্যটন উন্নয়নের প্রধান মেগনেট হিসেবে কাজ করবে।

৮. বাংলাদেশের উন্নয়নের পথে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াও একটি বড় অন্তরায় হলো ঘুষ, দুর্নীতিসহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধ; এসব অপরাধের জন্যে এবং অপরাধ সংঘটিত হবার পরও অপরাধীরা নির্বিঘ্নে অপরাধলব্ধ অর্থকে বৈধ করে ফেলার অবাধ সুযোগ পাওয়ায় আমরা অনেক পিছিয়ে রয়েছি। স্বাধীনতার পর সুদীর্ঘ তিন যুগ অতিবাহিত হলেও আমরা কাঙ্ক্ষিত উন্নতি করতে পারিনি। অপরাধ হতে অর্জিত অর্থ বৈধতার মোড়কে আবৃত করার প্রক্রিয়া এবং হুন্ডির মাধ্যমে লেনদেনই হচ্ছে মানি লন্ডারিং; আর এক্ষেত্রে ব্যাংকিং খাতও রয়েছে হুমকির মুখে। তাই মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ ও শনাক্তকরণের জন্যে ব্যাংকারসহ জনসাধারণগণকে অত্যন্ত সজাগ থাকতে হবে। অপরাধ হতে অর্জিত অর্থ সহজেই বৈধ করা গেলে অপরাধীরা আরো উৎসাহের সাথে অপরাধে লিপ্ত হয় এবং অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ জঙ্গিবাদ সম্প্রসারণে সহায়তা করে। ফলে সমাজে অপরাধের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং সমাজ হয় কলুষিত। এরূপ কলুষিত সমাজের ভবিষ্যত যেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন, আমাদের আগামী প্রজন্মও হবে বিপথগামী। সুতরাং সকল ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। ব্যাংক ও দেশের স্বার্থে অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ ব্যাংকে জমা নেয়া থেকে সাবধান হতে হবে। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ করতে হবে, এ ধরনের তথ্য পাওয়া গেলে আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ ব্যাংককে জানিয়ে দিতে হবে।

৯. আপনারা জানেন যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর হতে এই প্রথম আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করেছে। আমাদের সাহসী কৃষকদের খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে আমদানি ব্যয় হ্রাস, কঠোর পরিশ্রমী প্রবাসীগণের অব্যাহত রেমিট্যান্স প্রেরণ, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কর্তৃক পূর্বের চেয়ে দ্রুততর সময়ে রেমিট্যান্স গ্রাহকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া ইত্যাদি কারণে ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্সের পরিমাণ বিপুলভাবে বেড়ে গেছে।

১০. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর অঙ্গীকারাবদ্ধ নেতৃত্বে আমরা একটি দক্ষ, গতিশীল ও মানবিক ব্যাংকিং সেক্টর গড়ে তুলতে চাই। তাই আমরা এসেছি সুদূর টেকনাফে, আপনাদের কাছে। আমরা জনগণের কাছে একথাই বলতে চাই যে, মানুষের সেবা করার জন্যে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোও আমাদের পাশে থেকে দেশের উন্নয়নে, মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাবে, এটাই হোক মহান স্বাধীনতা দিবসে আমাদের প্রতিজ্ঞা। আপনারা আমাদের সহযোগিতা করবেন, আমরা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নতুন মাত্রা সৃষ্টি করবো, আমাদের দিগন্তে নতুন অর্থনৈতিক সূর্য উঁকি দেবে। নিশ্চয়ই, ব্যাংকই যাবে জনগণের দোরগোড়ায়।

১১. সমৃদ্ধির পথে উন্নয়নের অভিযাত্রার অংশ হিসেবে আজকের এই শুভদিনে বাংলাদেশ ব্যাংক আয়োজিত রোড শো'র সফলতা কামনা করছি। **"উন্নয়নের অভিযাত্রা ঃ রোড শো-টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া"** এর যাত্রা এক্ষুণি শুরু হবে, অভিযাত্রী দল এক বুক স্বপ্ন নিয়ে প্রস্তুত হয়েছেন। আমি এখন আনুষ্ঠানিকভাবে এ রোড শো'র শুভযাত্রা ঘোষণা করছি। আসুন, সকলে মিলে একযোগে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের অর্থনৈতিক মুক্তির পথে দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে যাই।

আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।